58

দৈনিক বাংলা

তারিখ 08 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

অভিমত

খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা ঃ নতুন সমস্যা

আগামী দশ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। এ লক্ষ্যে বেশ কিছু দিন ধরে বিভিন্ন সরকারী এবং বে–সরকারী সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। এর সাথে মাত্র ক' বছর পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহ সৃষ্টি করবার জন্য সরকারীভাবে নেয়া হয়েছে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর কাজ।

ইতিমধ্যে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী নিয়ে অনেক মূল্যায়ন হয়েছে। প্রতিটি মূল্যায়নে এ ব্যবস্থাকে যুগান্তকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী চালু হবার পর এ সকল এলাকায় শিক্ষার জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে। এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রী সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে এ কর্মসূচীর একটি ভিন্ন মূল্যায়নও ছিল। সে মূল্যায়নে বলা হয়েছিল যে কোন প্রস্তুতি না নিয়ে এ কর্মসূচী চালু হওয়ায় এ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবর্তে এ কর্মসূচী অনুযায়ী গম বা চাল দেয়া–নেয়াই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এ খাদ্য দেয়া–নেয়ার জন্য বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। যার বিদ্যালয়ে পড়াবার কোন দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে না। গম বা চাল দেবার জন্য দুস্থ পরিবার নির্বাচন নিয়ে মতানৈক্য হচ্ছে। খাদ্য বন্টন নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। অর্থাৎ শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য আর কারো চোখের সামনে থাকছে না। শিক্ষার পরিবর্তে গম বা চাল বন্টন মুখ্য এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ ছাড়া ভিন্ন ধরনের অভিযোগ এসেছে কিছু কিছু বে–সরকারী সংস্থা অর্থাৎ এনজিও–এর পক্ষ থেকে। তাদের দাবী তাদের সংস্থা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নিয়মিত লেখা পড়া হয়। কঠোর নিয়মানু–বর্তিতার জন্য তাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রী নিয়মিত হাজির হয়। এবং তাদের শিক্ষার মানও অনেক উন্নত।

কিন্তু খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী চালু হওয়ায় তাদের বিদ্যালয়গুলি বিপাকে পড়েছে। শুধুমাত্র গম বা চাল পাবার জন্য তাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের ছাত্ররা ভিড় জমাচ্ছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গম বা চাল পাবার আশায়। প্রকৃতপক্ষে নিয়মিত লেখা–পড়া হচ্ছে না ও সকল এলাকায় কোন বিদ্যালয়ে। অনেক এলাকায় এই খাদ্য বন্টন নিয়ে কোন্দল এবং বিবাদ দেখা দিয়েছে গ্রাম–গ্রামান্তরে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে।

এ পরিস্থিতি নিশ্চয়ই কাম্য বা বাঞ্ছিত নয়। এ কর্মসূচী চালু হয়েছিল শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য। এবং এ কর্মসূচী বিদেশী কোন সাহায্য–সহযোগিতা ব্যতীতই চালু করা হয়েছিল। একান্তভাবেই নিজস্ব সম্পদ দিয়ে। আবার এ কর্মসূচী চালু করার সময় বিভিন্ন মহল থেকে এর পূর্ব–প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তড়িঘড়ি করে বিএনপি সরকার এ কর্মসূচী চালু করেছিল। যার পরিণতি নিয়ে এখন বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে।

আমরা এ ধরনের কর্মসূচীর বিরুদ্ধে নয়। তবে মনে করি এ কর্মসূচীর নতুন করে মূল্যায়ন প্রয়োজন। কোন কাঠামো তৈরী না করে এ ধরনের কর্মসূচী চাপিয়ে দিলে প্রার্থিত ফল পাওয়া যায় না, এ অভিজ্ঞতার আলোকেই নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

—আব্দুল খালেক